প্রথম আলো

তারিখ 30 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি

হাইকোর্টের রায়ের আলোকে আইন হোক

যৌন হয়রানি বিষয়ে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির জরিপ প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে যে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশনা কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। এ জন্য যৌন হয়রানির প্রতিকারের জন্য গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিগুলোকে সচল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। মাত্র ৪৩ ভাগ ছেলে ও ৫৩ ভাগ মেয়ে কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটি প্রায় অকার্যকর রয়ে গেছে। ক্যাম্পাসগুলোতে এই ধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি বন্ধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশেষ সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব রয়েছে।

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন যে এই সমস্যা রোধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ক্যাম্পাসে কেবল যৌন হয়রানি নয়, সন্ত্রাসসহ নানা ধরনের উপদ্রব, যা শৃঙ্খলার জন্য বিরাট হুমকি হিসেবে চিহ্নিত—সেসব প্রতিরোধে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে অপারগ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত হবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাব্যবস্থায় অধিকতর সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া। স্বীকার করতে হবে যে প্রথাগতভাবে তারা যে উপায়ে যুক্ত রাখছে, তা যৌন হয়রানি রোধ করতে পারছে না। পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, ক্যাম্পাস এলাকায় তাঁদের ভূমিকা খুব সংকুচিত। এখানে সনাতনী মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দরকার।

শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি অভিযোগের মধ্যে নয়টি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১টির মধ্যে মাত্র একটি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকার তথ্য দুর্ভাগ্যজনক। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি করছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি এক বাংলাদেশি রিসার্চ স্কলারকে যৌন হয়রানির অভিযোগ অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হওয়ার পর অভিযুক্ত অধ্যাপক চাকরিচ্যুত হন।

আমরা মনে করি, হাইকোর্টের রায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন হলে অধিকতর সুফল মিলবে।